274

আজকের কাগজ

তারিখ 22 SEP 1995 ... পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি ও ডাকসু পুনর্মিলনী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হয়েছিলো ১ জুলাই ১৯২১ সালে, সেই হিসেবে ১৯৪৬ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ বছর, ১৯৭১ সালের ১ জুলাই ৫০ বছর আর ১৯৮১ সালের ১ জুলাই ৬০ বছর যথাক্রমে রজত, সুবর্ণ ও হীরক জয়ন্তী অতিবাহিত হয়েছে। ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং সাধারণ নির্বাচনের ডামাডোলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব হয়নি। ১৯৭১ সালে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্তাক্ত সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হয়। ১৯৮১ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলের শেষ বছরে ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তী। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে তা পালিত হয়নি তবে ইংরেজি ভাষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষাট বছরের একটি ইতিহাস প্রকাশ করা হয় পরবর্তি সময়ে। ১৯৯১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০ বছর পূর্তি হয় কিন্তু দেশের তখনকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয় তা পালন করতে পারেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূরণ হয় ১ জুলাই ১৯৯৫, তার ২ মাস ২০ দিন পর ঐ উপলক্ষে ডাকসুর উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ২১ সেপ্টেম্বর স্মৃতিচারণ ও ব্যান্ডশো প্রভৃতির মাধ্যমে।

ডাকসুর ঐ অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের কেন্দ্র বিভিন্ন বিভাগ বা শিক্ষকদের কোনো ভূমিকা ছিলো না। দু একজন সাবেক উপাচার্য স্মৃতিচারণা অনুষ্ঠানে যোগদান করলেও ডাকসুর প্রাক্তন ভিপি ও জিএসদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উনসত্তরের মহান গণআন্দোলনের নেতা ডাকসু ভিপি তোফায়েল আহমেদ, জিএস মতিয়া চৌধুরী, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ভিপি আসম আব্দুর রব, আশির দশকের ভিপি মাহমুদুর রহমান মান্না, সুলতান মোহাম্মদ মনসুর, আখতারুজ্জামান ঐ পুনর্মিলনীতে যোগদান করেননি, এদের মধ্যে আসম আবদুর রবকে অবশ্য আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ডাকসুর সর্বশেষ নির্বাচন হয় পাঁচ বছর আগে স্বৈরশাসক এরশাদের আমলে, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে ডাকসুর কোনো নির্বাচন হয়নি। পাঁচ বছর আগে নির্বাচিত ডাকসুর ছাত্রদল কর্মকর্তারা এখনও ডাকসু চালাচ্ছেন যদিও তাদের অধিকাংশ এখন আর ছাত্র নন। এই অছাত্র নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ডাকসু পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হলো। যে পুনর্মিলনীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ বা বিভাগ এবং অধ্যাপকদের কোনো প্রকার অংশ গ্রহণ ছিলো না, ঐ দিন যথারীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস হয় বলে প্রকাশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ডাকসু আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএনপি সাংসদ, ছাত্রদল নেতা ও ডাকসু ভিপি আমানুল্লাহ আমান আর প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য এমাজউদ্দিন আহমেদ। ডাকসু'র গঠনতন্ত্র অনুসারে ডাকসু অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার কথা ডাকসু সভাপতি উপাচার্যের বা তার অনুপস্থিতিতে ডাকসু কোষাধ্যক্ষের যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। কিন্তু ডাকসু'র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বা ভাইস চ্যান্সেলর বা কোষাধ্যক্ষ সভাপতিত্ব করলেন না সে সম্মান দেয়া হলো ডাকসু নির্বাচন না হওয়ার সুবাদে গত পাঁচ বছর ধরে যিনি ডাকসু ভিপি রয়েছেন তাকে।

ডাকসু পুনর্মিলনী উৎসবকে ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তির যথাযোগ্য অনুষ্ঠান বলা চলেনা, ঐ ডাকসু পুনর্মিলনীতে ডাকসুর সাবেক স্বনামধন্য ভিপি–জিএসরা যোগদান করেননি ফলে ডাকসু'র পুনর্মিলনী হিসেবেও উৎসবটি খণ্ডিত। এটি মূলতঃ ডাকসু'র পাঁচ বছর আগে নির্বাচিত ছাত্রদল নেতাদের মিলন বা পুনর্মিলন অনুষ্ঠান ছিলো। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো বিভিন্ন বিভাগসমূহ, যে সব বিভাগে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হয় এবং শিক্ষালাভ করে থাকে কিন্তু ঐ পুনর্মিলনী উপলক্ষে বিভিন্ন হলগুলো পরিদর্শনের জন্যে খোলা রাখা হলেও বিভাগগুলো প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের জন্যে খোলা রাখার কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, পূর্বাহ্নে অধুনালুপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় [redacted] বিভাগগুলো খোলা রাখার ব্যবস্থা থাকতো প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক–শিক্ষিকাদের দেখাশোনার জন্যে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'ডাকসু' আয়োজিত অনুষ্ঠানে সে ব্যবস্থা ছিলোনা ফলে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষক–শিক্ষিকাদের পুনর্মিলনীর ব্যাপারটিও সম্ভবপর হয়নি। যাই হোক, ডাকসুর দলীয় পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান দিয়েই যেনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন শেষ না হয়, ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি যেনো যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয় সেই কামনা করি।